২২-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা-- পতিত পাবন বাবার শ্রীমতে তোমরা পবিত্র হও এইজন্য তোমাদের পবিত্র দুনিয়ার রাজত্ব লাভ হয়, নিজের মতের দ্বারা পবিত্র হলে কোনো পাপ্তি হয় না"

প্রশ্নঃ- বাচ্চাদের সেবার বিষয়ে বিশেষ কোন্ বিষয়টির প্রতি নজর রাখা উচিত?

উত্তরঃ- সেবাতে যাওয়ার সময় কখনও ছোটখাটো ব্যাপারে একে অন্যের উপর রেগে যেও না অর্থাৎ বিরক্ত হয়ো না। যদি নিজেদের মধ্যে নুনজল হও, কথা না বলো তো অহিতসাধনের (Disservice) নিমিত্ত হয়ে যাও। কোনো কোনো বাচ্চা তো বাবার উপরও মনে মনে রেগে যায়। উল্টো কাজ করতে থাকে । তখন এরকম বাচ্চাদের অ্যাডপশনই (দত্তক নেওয়াই) বাতিল হয়ে যায়।

ওমশান্তি। পতিত-পাবন বাবা, যে বাচ্চারা পবিত্র হয় তাদেরকে বোঝান। পতিত বাচ্চারাই যিনি পবিত্র বানান, সেই বাবাকে ডেকে থাকে। বিশ্ব নাটকের পরিকল্পনাও বলে, রাবণরাজ্য হওয়ার জন্য সব মানুষ হল পতিত । পতিত তাকে বলা হয় যে বিকারে যায়। এরকম অনেকে আছেন যারা বিকারে যায় না। ব্রহ্মচারী থাকে। ভাবে আমরা নির্বিকারী আছি, যেরকম পাদ্রীরা আছেন, মোল্লাকাজী আছেন, বৌদ্ধরাও আছেন যারা পবিত্র থাকেন। তাদেরকে পবিত্র কে বানিয়েছে? ওনারা নিজেই হয়েছেন। দুনিয়ায় এরকম অনেক ধর্মাবলম্বী আছে যারা বিকারে যায় না। কিন্তু তাদের পতিত-পাবন বাবা তো পাবন বানান না এইজন্য ওঁরা পাবন দুনিয়ার মালিক হতে পারে না। পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারে না। সন্ন্যাসীও ৫ বিকারকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তাদেরকে সন্ন্যাস করালো কে? পতিত-পাবন পরমপিতা পরমআত্মা তো সন্ন্যাস করাননি। পতিত-পাবন বাবাকে ছাড়া সফলতা হতে পারে না। তারা পবিত্র দুনিয়া শান্তিধামে যেতে পারবে না। এখানে তো বাবা এসে তোমাদের পবিত্র হওয়ার শ্রীমৎ দেন। সত্যযুগকে বলা হয় নির্বিকারী দুনিয়া। এতেই প্রমাণিত হয়, সত্যযুগে যারা আসেন তারা নিশ্চয় পবিত্র হবেন। সত্যযুগেও পবিত্র ছিলেন , শান্তিধামেও আত্মা পবিত্র থাকে । এই রাবণরাজ্যে তো হলই সকলে পতিত। পুনর্জন্ম তো নিতেই হবে। সত্যযুগেও পুনর্জন্ম নেয়, কিন্তু বিকারের দ্বারা নয়। ওটা হলই সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। যদিও ত্রেতাতে ২ কলা কম হয় কিন্তু বিকারি বলা হয় না।

ভগবান শ্রী রাম, ভগবতী শ্রী সীতা বলে তাই না। ১৬ কলা তারপর ১৪ কলা বলা হয়। চাঁদেরও এরকম হয় তাই না। তো এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যতক্ষণ না পতিত-পাবন বাবা এসে পবিত্র বানান ততক্ষণ কেউ মুক্তি-জীবনমুক্তিতে যেতে পারে না। বাবা-ই হলেন পথপ্রদর্শক । এই দুনিয়ায় পবিত্র তো অনেক আছে। সন্ন্যাসীদেরও পবিত্রতার কারণে সম্মান করা হয় । কিন্তু বাবার দ্বারা তারা পবিত্র হন না। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদেরকে পবিত্র বানান যিনি তিনি হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা । ওঁরা তো নিজেরাই নিজেদের মতে পবিত্র হয়। তোমরা বাবার দ্বারা পবিত্র হও। পতিত-পাবন বাবার দ্বারাই পবিত্র দুনিয়ার অধিকার লাভ হয়। বাবা বলেন-- হে বাচ্চারা কাম হল তোমাদের মহা-শত্রু , এর উপরে বিজয় লাভ করো। এর দ্বারাই তোমরা নিচে নামো। কখনও এরকম লেখে না যে আমরা ক্রোধ করেছি, তো কালো মুখ করে দিয়েছি। কামের জন্যই

লেখে যে আমরা মুখে চুনকালি লাগিয়েছি। পড়ে গেছি। এসব কথা তোমরা বাচ্চারাই জানো, দুনিয়া জানে না। সৃষ্টি নাটক অনুসারে যাঁদের এসে ব্রাহ্মণ হওয়ার কথা, তাঁরাই আসতে থাকবে। অন্য সৎসঙ্গে তো কোনো লক্ষ্যই সামনে রাখা হয় না । শিবানন্দ আদির তো অনুসরণকারী অনেকে আছে কিন্তু ওঁদের মধ্যেও কেউ-কেউ সন্ন্যাস নিয়ে থাকেন। গৃহস্থরা সন্ন্যাস নেন না। বাকি অল্প সংখ্যকই আছে যারা ঘরদুয়ার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। সন্ন্যাসী হলেও তবুও পুনর্জন্ম নিতে হয়। শিবানন্দের জন্য থোড়াই বলবে কি যে জ্যোতিতে জ্যোতি মিলিয়ে গেছে! তোমরা জানো যে সকলের সদ্গতিদাতা তো হলেন একমাত্র বাবা-ই, উনিই পথপ্রদর্শক। পথপ্রদর্শক ছাড়া কেউ যেতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা জানো, আমাদের বাবা, তিনি যেমন আমাদের বাবা, তেমনি সর্বজ্ঞানীও। মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ তিনি। সকল মনুষ্য সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান তো বীজের মধ্যেই হবে তাই না। তাঁকে পিতা তো সকলে বলে তাই না। বাচ্চারা তো জানে যে আমাদের ঈশ্বরীয় পিতা তো একজনই, তো সেই পিতার করুণা তো সকলের প্রতিই হবে তাই না ! কত কত মানুষ, কত জীব- জন্তু আছে। ওখানে মানুষ অল্পই হয় তো জীব-জন্তুও অল্প হয়। সত্যযুগে এরকম আবর্জনা থাকে না। এখানে তো অনেক প্রকারের রোগ ব্যাধি কত কি বের হতে থাকে, যার জন্য আবার নতুন ঔষধ বেরোতে থাকে। সৃষ্টি নাটকের পরিকল্পনা অনুসার নানান প্রকারের গুণাবলী বের হতে থাকে । সেসব হল মানুষের বিশিষ্টতা( Skills) । পারলৌকিক বাবার বিশিষ্টতা( Skills) কি ? বাবার বিষয়ে বলে থাকে-- হে পতিত-পাবন এসে আমাদের আত্মাদের পবিত্র বানাও, পবিত্র শরীরের কথাও বলে। বলে থাকে পতিত-পাবন, দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী, এক কেই ডেকে থাকে তাই না। নিজের-নিজের ভাষায় প্রত্যেকে স্মরণ অবশ্যই করে থাকে। মানুষ মৃত্যু শয্যায় হলেও বাবাকে স্মরণ করে থাকে, বোঝে অন্য কেউ সাহারা দেবে না, এইজন্য বলে-ঈশ্বর পিতাকে স্মরণ করো। ক্রিশ্চানরাও বলবে ঈশ্বর পিতাকে স্মরণ করো। এরকম বলবে না-ক্রাইস্ট কে স্মরণ করো। জানে ক্রাইস্টের উপরে রয়েছেন ভগবান। ভগবান তো সকলের একই হবে তাই না! এখন তোমরা বাচ্চারা জানো মৃত্যুলোক কি আর অমরলোক কি ! দুনিয়ায় কেউ জানে না। ওরা তো বলে স্বর্গ নরক সব এখানেই আছে। কেউ-কেউ বোঝে যে সত্যযুগ ছিল, দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখনও পর্যন্ত কত নতুন- নতুন মন্দির তৈরি হয়ে থাকে। তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা ছাড়া আর কেউ আমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে নিজের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা নিজের সুইট হোমে যাচ্ছি। বাবা আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত করছেন। এটা স্মৃতিতে থাকা উচিত।

বাবা বোঝান বাচ্চারা তোমরা এত-এত জন্ম নিয়েছ। এখন আমরা এসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছি। আবার ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হতে হবে, স্বর্গে যেতে হবে। এখন হল সঙ্গম। বিরাট রূপে ব্রাহ্মণের টিকি বিখ্যাত। হিন্দুদের জন্যও ঠিকই হল চিহ্ন । মানুষ তো মানুষই । মানুষই খালসা( শিখ), মুসলমান ইত্যাদি হয়ে যায়, তখন আর তোমারা আলাদা করতে পারো না ? চিনা, আফ্রিকান, এদের আলাদা করা যায় । ওঁদের মুখমণ্ডলই আলাদা হয় । ক্রিশ্চানদের ভারতের সাথে যোগাযোগ আছে তারা এদের থেকে শিখেছে। কত বিভিন্নতা আছে ধর্মের। ওঁদের আচার- ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ সব আলাদা । এখন তোমাদের বাচ্চাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, আমারা সত্যযুগের স্থাপনা করছি। ওখানে আর কোন ধর্ম ছিল না। এখন তো বিভিন্ন ধর্মের লোকেদের উপস্থিতি রয়েছে । এখন শেষে আর কি ধর্ম স্থাপন করবে। হ্যাঁ, অবশ্যই নতুন আত্মারা পবিত্র হয়, তাই কোনো নতুন আত্মা যখন আসে তো সেই আত্মার মহিমা হয়ে থাকে।

তাদের বিবেক বলে যে, যে পরে আসবে তার নিশ্চয়ই কিছু না কিছু সুখ প্রাপ্ত হবে, মহিমা হবে আবার দুঃখও হবে। তাদের কেবল একটিই জন্ম। যেমন তোমরা সুখধামে অনেক জন্ম থাকো। ওরাও সেই রকম শান্তিধামে অনেক দিন থাকে। শেষ পর্যন্ত অনেক বৃদ্ধি হতে থাকে । ঝার তো অনেক বড় হয় তাই না। এইসময় মানুষের সংখ্যা কি পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে, এইজন্য একে বন্ধ করার উপায় বের করতে থাকে। কিন্তু সেসব করে কিছু হবে না। তোমরা জানো নাটকের পরিকল্পনা অনুসারে বৃদ্ধি হতেই হবে। নতুন পাতা আসতে থাকবে তারপর নতুন ডালপালা ইত্যাদি বের হতে থাকবে। কত রকমের ভ্যারাইটি রয়েছে । এখন বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন আর কোনো কিছুর কানেকশনে থাকি না । বাবা-ই আমাদের পবিত্র বানান আর সৃষ্টির আদি-মধ্য- অন্তের সংবাদ শোনান। তোমরাও তাঁকেই ডাকো হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র বানাও তবে নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবে। এরও হিসাব রয়েছে। সত্যযুগে অল্প মানুষই থাকে। কলিযুগে তো কতো মানুষ, বাচ্চারা তোমাদেরকেই বোঝাতে হবে যে বাবা আমাদের পড়ান, এই পুরানো দুনিয়ার এখন বিনাশ হবে । স্থাপনা বাবা-ই করবেন। ভগবানুবাচ-- আমিই স্থাপনা করাই। বিনাশ তো সৃষ্টি নাটক অনুসারে হয়। ভারতেই চিত্রও আছে। ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী দেখ কত আছে। ওরা হল গর্ভজাত ব্রাহ্মণ । তারা তো বাবাকে জানেই না। তোমাদের এখন উৎসাহ এসেছে। তোমরা জানো এখন কলিযুগের বিনাশ হয়ে সত্যযুগ আসবে। এটা হল রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এতে পুরানো দুনিয়ার আহুতি পড়তেই হবে। অন্য তো আর কোনো আহুতি হয় না । বাবা বলেন-- আমি সমগ্র সৃষ্টিতে এই রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞ রচনা করেছি। সমস্ত ভুমি জুড়েই তা রচিত হয়েছে। যজ্ঞ কুণ্ড যাকে বলে। এতে সকল দুনিয়া স্বাহা হয়ে যাবে। যজ্ঞ কুণ্ড বানায়। এই সকল সৃষ্টি যজ্ঞ কুণ্ড হয়ে আছে। এই যজ্ঞ কুণ্ডতে কি হবে? সকলে এতে শেষ হয়ে যাবে। এই কুণ্ড পবিত্র নতুন হয়ে যাবে, এতে তারপর দেবতারা আসবেন। সমুদ্র চারিদিকেই আছে, সকল দুনিয়া নতুন হয়ে যাবে। উথাল-পাথাল তো অনেক হবে। এমন কোনো জায়গা নেই যে বাদ যাবে। লোকে বলে এটা আমার। এখন আমার- আমার বলা সব মানুষই শেষ হয়ে যাবে। এছাড়া আমি যাকে পবিত্র বানাই, সে থোড়াই সমগ্র দুনিয়াতে থাকবে ! সর্বপ্রথমে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম হবে। যমুনা নদীর ধারে তাঁদের রাজ্য হবে। এইসব কথা তোমাদের বুদ্ধিতে বসা দরকার, খুশী থাকা উচিত। মানুষ একে অপরকে কাহিনী শোনাতে থাকে। এটাও হল সত্য-নারায়ণের কাহিনী, এটা হল বেহদের (অসীমের)। তোমাদের বুদ্ধিতেই এই কথা আছে। তার মধ্যেও ভালো ভালো সার্ভিসেরবল বাচ্চারা রয়েছে, তাঁদের বুদ্ধিতে ধারণা হয়, তাদের ঝুলি পূর্ণ হতে থাকে আর তারা সেসব দান করতে থাকে। এইজন্য বলে ধন দিলে ধন কখনও ফুরায় না। বোঝে দান দিলে সম্পত্তিবান হবে। তোমাদের তো হল অবিনাশী ধন। এখন ধন দিলে ধন কখনও ফুরায় না, যত ধন দেবে ততই খুশী হবে। শোনবার সময় কারো কারো কাঁধ দুলতে থাকবে। কেউ তো মাথা গরম করে বসে থাকে। বাবা এত ভালো ভালো পয়েন্টস শোনান। তো শোনবার সময় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাঁধ নড়বে। এখানে বাচ্চারা আসেই সামনা সামনি বাবার থেকে সতেজ (Refresh) হতে। বাবা কিরকম ভাবে বসে যুক্তির দ্বারা বিভিন্ন বিন্দুগুলিকে শোনান। তোমরা জানো ভারতে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। ভারতকে স্বর্গ বলা হয়। এখন তো হল নরক । নরক বদলে স্বর্গ হবে সবের বিনাশ হবে। তোমাদের জন্য তো স্বর্গ যেন কালকের কথা । কাল রাজ্য করতে, অন্য কেউ এ কথা বলতে পারে না। বলেও থাকে ক্রাইস্টের এত বছর আগে স্বর্গরাজ্য (Paradise) ছিল, তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। দ্বাপর থেকে সব ধর্ম আসে। খুবই সহজ কথা এসব। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এইদিকে নেই যে

বুঝতে পারবে। ডেকেও থাকে পতিত-পাবন এসো, তো এসে নিশ্চয় পতিত থকে পাবন বানাবে তাই না ! এখানে তো কেউ পবিত্র হতে পারে না । সত্যযুগকে নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়ে থাকে। এখন তো হল বিকারি দুনিয়া। মুখ্য কথাই হল পবিত্রতার। এরজন্য তোমাকে কত পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা জানো আজ পর্যন্ত যা অতীত হয়েছে তা নাটক অনুসারেই হয়েছে । এতে আমরা কাউকে গালমন্দ করতে পারি না। যা কিছু হয়ে থাকে, তা নাটকে লিপিবদ্ধ আছে। বাবা সামনের দিনের জন্য বোঝান যে সেবাতে এরকম-এরকম কাজ কোরো না। তা না হলে ডিসসার্ভিস হয়ে যাবে। বাবা-ই তো বলবেন তাই না! তোমরা নিজেদের মধ্যে নুন আর জল হয়ে গেছ। বোঝে আমরা নুনজল হয়ে গেছি, তারপর একে অন্যের সঙ্গে দেখা হলে কথা বলে না। তখন কাউকে কিছু বললে ক্ষেপে ওঠে । শিববাবাকে ভুলে যায়। এইজন্য বোঝানো হয় যে সবসময় শিববাবাকে স্মরণ করো। বাবা সাবধান করেন বাচ্চাদের। এরকম-এরকম কাজ করলে দুর্গতি হয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে বোঝেও না। শিববাবা যার থেকে উত্তরাধিকার লাভ হয়, তাঁর উপরই রেগে যায়। ব্রাহ্মণীর উপরও রেগে যায়, এঁর(ব্রহ্মার)উপরও রেগে যায়। তারপর ক্লাসে আসা বন্ধ করে দেয়। শিববাবার উপর তো কখনও রেগে যাওয়া উচিত নয় তাই না! ওঁনার মুরলী তো পড়তে হবে। স্মরণও ওঁনাকে করতে হবে। বাবা বলেন না-- বাচ্চারা নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো তাহলে সতগতি হবে! দেহ-অভিমানে আসার জন্য দেহধারীদের উপর রুষ্ট হয়। উত্তরাধিকার তো দাদুর থেকেই প্রাপ্ত হবে। বাবার হলে তবেই দাদুর সম্পদ প্রাপ্ত হয়। বাবাকেই ছেড়ে দিলে সম্পত্তি কি করে পাবে। ব্রাহ্মণ কুল থেকে বেরিয়ে শূদ্র কূলে চলে গেলে তো অধিকার শেষ। দত্তক নেওয়া বাতিল হয়ে গেল। তবুও বোঝে না। মায়া এরকম আছে একদম তাতিয়ে দেয়। বাবাকে তো কত আনন্দের সাথে স্মরণ করা উচিত। কিন্তু স্মরণ তো করেই না। শিববাবার সন্তান আমি, যিনি আমাকে বিশ্বের মালিক বানান। নিশ্চয় ভারতেই জন্ম নেয়। শিব জয়ন্তী পালন করে তাই না ! দুনিয়ার ইতিহাস- ভূগোলের পুনরাবৃত্তি হবে তো সর্বপ্রথমে শিববাবাই এসে স্বর্গের রচনা করবেন। তোমরা জানো যে আমাদের স্বর্গের বাদশাহি লাভ হচ্ছে। বাবা-ই এসে স্বর্গবাসী বানান। নতুন দুনিয়ার জন্য রাজযোগ শেখান। তোমরা গিয়ে নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করো। আচ্ছা-

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার বাপদাদার স্মরণ- সুমন আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারনার জন্য মুখ্য সারঃ--

১) বুদ্ধিরূপী ঝুলিতে অবিনাশী জ্ঞানরত্ন ভরপুর করে তারপর দান করতে হবে। দান করলেই খুশী থাকবে। জ্ঞানধন বাড়তে থাকবে।

২) কখনও নিজেদের মধ্যে বিগড়ে গিয়ে নুনজল হবে না। খুব ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর মুরলী শুনতে হবে। ক্রুদ্ধ হবে না।

বরদানঃ-- অন্য আত্মাদের সেবার সাথে-সাথে নিজেরও সেবা করে সফলতার মূর্তি ভব(হও)।

সেবাতে সফলতার প্রতিমূর্তি হতে গেলে অন্যের সাথে- সাথে নিজেরও সেবা করো। যখন কোনো সেবাতে যাও তখন এরকম ভাবো যে সেবার সাথে-সাথে নিজেরও পুরানো সংস্কারের অন্তিম সংস্কার (দাহ সংস্কার) করছো। যত সংস্কারের সৎকার করবে ততই সংস্কার প্রাপ্ত হবে। সব আত্মারা তোমাদেরকে মন থেকে নমস্কার করবে। কিন্তু উপর উপর নমস্কার করে এমন নয়, মন থেকে নমস্কার করবে, তাদের এরকম বানাও।

স্লোগানঃ-- অলৌকিক(বেহদের) সেবার লক্ষ্য রাখলে লৌকিক(হদের) বন্ধন সব ছুটে যাবে।